যুগান্তর
JAN. 02 2002

গতকাল রাবিতে অফিস চলাকালীন সময়ে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে কর্মকর্তা-কর্মচারীশূন্য চেয়ার-টেবিল -যুগান্তর

রাবি প্রশাসনে স্থবিরতা : কর্মকর্তা কর্মচারীরা অফিস করছেন ইচ্ছেমতো

সমীর কুমার দে, *রাবি থেকে*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে চরম স্থবিরতা বিরাজ করছে। কাজের কোন জবাবদিহিতা না থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস করছেন খেয়াল খুশিমতো। ফলে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। আগের প্রশাসনের স্থগিত করা সিন্ডিকেটের মুলতবি সভা অনুষ্ঠানের কোন উদ্যোগ না নেয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রশাসনের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে, মুলতবি করা সিন্ডিকেটের সভা আহ্বানের ক্ষেত্রেও বর্তমান প্রশাসন পড়েছে ত্রিমুখী চাপের মুখে।

প্রশাসনের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অফিস সময় নির্ধারণ করা থাকলেও সকাল ৯টার আগে অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অফিসে দেখা যায় না। আবার ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সব দফতর খালি হয়ে যাচ্ছে। গত

প্রশাসনে : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

প্রশাসনে : স্থবিরতা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সোমবার প্রশাসন ভবনের কয়েকটি দফতর ঘুরে এই চিত্রই দেখা গেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের কোন জবাবদিহিতা না থাকায় বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গেছে উপ-উপাচার্য ও অধ্যাপক শামসুল হোসেন মণ্ডল সকাল সাড়ে ৮টায় কয়েকটি দফতর পরিদর্শনে গেলে একই চিত্র দেখতে পান। রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের এক প্রভাবশালী নেতা প্রশাসন ভবনের হিসাব শাখায় গিয়ে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে না পেয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে টেলিফোনে বিষয়টি জানান।

বেলা ১টায় প্রশাসন ভবনের কয়েকটি দফতর পরিদর্শনে গেলে দেখা গেছে শূন্য চেয়ার টেবিল পড়ে আছে। এ সময় সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে মাত্র একজনকে দেখা যায়। শূন্য পড়ে ছিল প্রায় ২০/২৫টি চেয়ার এবং টেবিল। জানা গেছে, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ঠিকমতো অফিস না করায় সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। উপাচার্যও দায়িত্ব গ্রহণের পর একাধিকবার ঢাকা-রাজশাহী করেছেন। একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিগত প্রশাসনের সময় তিন দফা স্থগিত করা সিন্ডিকেটের মুলতবি সভা না হওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, দীর্ঘদিন থেকে এডহক ও মাস্টাররোলে কাজে নিযুক্ত ৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থায়ী নিয়োগ ইনক্রিমেন্টসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আটকে রয়েছে এবং এসব কর্মচারীর কাজে অমনোযোগিতার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে, গত সিন্ডিকেট সভা মুলতবি হওয়ার আগে পাস হওয়া উচ্চতর ডিগ্রিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটের মুলতবি সভা না হওয়ার কারণে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।